CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS
SEM-4 CC-8 : POLITICAL PROCESSES & INSTITUTIONS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

TOPIC-III :: দল-ব্যবস্থা উত্থানের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রকার

(TOPIC-III : Historical Context of the emergence of the Party System and Types of Parties)
(Bengali Version)

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

সংক্ষিপ্তসার: রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক নির্বাচনে ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ এবং প্রতিনিধি সরকারের উন্নয়নের সাথে জড়িত। রাজনৈতিক দলগুলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সচল রাখে| রাজনৈতিক দলের অনুশীলনের সাথে বিভিন্ন দলের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

বিভিন্ন দেশে দল ব্যবস্থা উত্থানের ঐতিহাসিক বিবর্তন: যেমন বিভিন্ন:

১) ব্রিটেনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উত্থান ঘটে,

২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছয়টি দলীয় ব্যবস্থা রয়েছে – এবং বর্তমানে রিপাবলিকানদের আধিপত্য প্রমাণিত হয়েছে,

৩) কানাডায় ইতিহাসে চিহ্নিত চারটি দলীয় ব্যবস্থা (১৮৯১) – এবং

৪) ইতালিতে প্রথম প্রজাতন্ত্র (১৯৪৬ -১৯৯৪) দল ব্যবস্থাতে খ্রিস্টান গণতন্ত্র এবং ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য ছিল।

বিভিন্ন দেশের দল ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা দ্বারা শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে যেমন

১)এক দলীয় ব্যবস্থা – যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি মাত্র দল বর্তমান এবং সরকার গঠন করে - গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ইত্যাদি।

২) একক প্রভাবশালী দলীয় ব্যবস্থা: - একটি মাত্র দল ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে যদিও অন্য রাজনৈতিক দল বর্তমান ।

৩) দুই দলীয় ব্যবস্থা - দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং ক্ষমতা উপভোগ করতে পারে পর্যায়ক্রমে -মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি এবং

৪) বহু-দলীয় ব্যবস্থা -একাধিক রাজনৈতিক দলগুলির আলাদা আলাদা ভাবে বা জোট – ভারত|

---

১. সূচনা (Introduction):

এপস্টেইন লিওন ডি এর মতে একটি রাজনৈতিক দল এমন একটি গোষ্ঠী যার দ্বারা সরকার নির্বাচনের প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় |

ডুয়েজারের মতে, রাজনৈতিক দলগুলির গঠন রাজনৈতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ এবং প্রতিনিধি সরকারের উন্নয়নের সাথে জড়িত। রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল প্রতিনিধিত্ব, নিয়োগ, আগ্রহের সমষ্টি *(interest aggregation and articulation)*।

সুতরাং, রাজনৈতিক দলগুলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সচল রাখার একটি মাধ্যম| রাজনৈতিক দলের চর্চা করার পথে বিভিন্ন দলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা হচ্ছে| রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুশীলনের মাধমে দলগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নির্ভর করে। তবে, রাজ্যের সমস্ত দল প্রচলিত রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত।

রাজনৈতিক দল সর্বত্র উপলব্ধ। রাজনৈতিক দল সর্বজনীনভাবে কোন না কোনও রূপে উপস্থিত রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির মতো নয় বরং ক্ষমতার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি কেবল সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। ওয়েবারের বক্তব্য অনুসারে – রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত | রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষায়িত সমিতি, সমাজ যেমন আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যায় ততই তারা জটিল ও আরও সুসংহত হয়। রাজনৈতিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা, যা এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে পৃথক করে, তবে এই পার্থক্যটি অনেক সময় অস্পষ্ট হয়, বিশেষত সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে।

রাজনৈতিক দলগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা সংসদের ভিতরে এবং এর বাইরেও সরকারকে দায়বদ্ধ করে। ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দল দুটিই তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালন করে। নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি ক্ষমতাসীন দলগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য বিরোধী দলগুলি তাদের দায়িত্ব পালন করে।

গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং সামাজিক রূপান্তরের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে দলীয় ব্যবস্থা একটি সমালোচনামূলক মধ্যস্থতাকারী বিষয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে দলীয় ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য উপাদান। দল ব্যবস্থা–শব্দটি দলগুলির প্রতিযোগিতামূলক মিথস্ক্রিয়াকে বোঝায়। দল ব্যবস্থাগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের 'অভ্যন্তরীণ কাঠামো, তাদের মতাদর্শ, স্ব স্ব মাপ, জোট এবং বিরোধিতার ধরণগুলি সহ কয়েকটি দলের দ্বারা বর্ণিত হয়। উন্নত, উন্নয়নশীল বা অনুন্নত – যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দলীয় ব্যবস্থা তাদের সামাজিক রচনা, অর্থনৈতিক বিভাগ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, ধর্মীয় ও জাতিগত সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক পার্থক্যের প্রকৃতি হিসাবে বিভিন্ন কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দলীয় ব্যবস্থাটি সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। দলীয় ব্যবস্থাগুলি 'গণতান্ত্রিক' এবং 'সর্বগ্রাসী' হতে পারে। দলীয় ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক মডেলগুলিতে বিরোধী দলগুলিকে অনুমতি দেওয়া হয় যা বড় বা বহুদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বের দিকে পরিচালিত করে| যেখানে দলীয় ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী মডেলগুলি বর্তমান, সেখানে কেবল একটি রাজনৈতিক দলই বিদ্যমান। Verney যেমন মন্তব্য করেছেন: "*Political parties as the term is commonly understood, can, therefore, flourish only in liberal societies where there is general agreement on fundamentals, the acceptance of the integrity and good faith of one's opponents*"

তবে Apter লক্ষ করেছেন: *In Western practice a political party is a function of a larger system in which it operates; that is, it is a servant of the constitutional framework. Totalitarian parties are different; and to understand their role, it is necessary to examine totalitarian societies and government.*

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দল ব্যবস্থা - বিশেষত আফ্রিকান এবং এশীয় অঞ্চলে দল ব্যবস্থা তাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের ফলাফল। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটাধিকার এবং সংসদীয় ব্যবস্থার মতো গণতান্ত্রিক ধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তাদের উদ্ভব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কারণে এবং শুধুমাত্র সরকার পরিচালনার জন্য নয়| Kothari যুক্তি দিয়েছিলেন যে – স্বাস্থ্যকর বিরোধীতার অভাবে প্রভাবশালী শাসক দল চরম দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে বৈধতা হারাতে থাকে, এর ফলে সামরিক শাসকরা সেই ক্ষুদ্র গণতন্ত্রকেও বদলে দেয়। (*in absence of healthy opposition the dominant ruling party becomes highly corrupt and gradually losses the legitimacy, thereby the shift of even that truncated democracy by the military rulers*).

২. বিভিন্ন দেশে দল ব্যবস্থার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন:

• ব্রিটেন

ব্রিটেনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উত্থান হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গৃহযুদ্ধ এবং মহিমান্বিত বিপ্লবের সময় I নিরঙ্কুশ নিয়মের বিরুদ্ধে এবং টোরিজ হুগস প্রোটেস্ট্যান্ট সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছিল। শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সমর্থকরা, অর্থাৎ রক্ষণশীল রাজকীয়বাদী, ব্রিটেনের গৃহযুদ্ধের রয়েলবাদী দল থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তারা সংসদের রিপাবলিকান প্রবণতা সমভার করার ইচ্ছা করেছিল। পরে অবশ্য হুইগ পার্টি শিল্প স্বার্থ এবং ধনী ব্যবসায়ীদের একীকরণের জন্য এর অধিপত্য বাড়িয়েছিল। ১৬৮৮ (অর্থাত্ মহিমান্বিত বিপ্লব) থেকে শুরু করে ১৭১৫ (হ্যানোভারিয়ান উত্তরাধিকার), স্টুয়ার্ট রাজবংশ এবং নতুন সাংবিধানিক রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে এই দুটি দলগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি লড়াই হয়েছিল। এই দুটি দলের প্রবণতা অবশ্য জর্জ -১ এবং রবার্ট ওয়ালপোলের অধীনে হুইগের আধিপত্যের পরে থেমে গিয়েছিল।

১৯৭০ এর দশকে, পুরানো হুইগ নেতৃত্ব একদলীয় গোষ্ঠী বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বিশৃঙ্খলা চলাকালীন, প্রথম দলটি উঠেছিল রকিংহাম হুইগস।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে দলটি ক্ষমতায় ছিল না, তারা সরকারের অনুগত বিরোধী হিসাবে থাকবে। ১৭৮৩ সালে, ছোট উইলিয়াম পিট আসার পরে একটি আসল দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। তবে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক সংস্কারের অধীনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হয়, এর মাধ্যমে ভোটাধিকার বাড়ানো হয় এবং রাজনীতি রক্ষণশীলতা (conservativism) এবং উদারনীতিবাদের (liberalism) মধ্যে বিভক্ত হয়।

বর্তমান কনজারভেটিভ পার্টি ১৮৩৪ সালে টামওয়ার্থ ঘোষণাপত্র থেকে উত্থিত হয়েছিল যা রক্ষণশীলতার মূল নীতিগুলি দিয়েছিল। অন্যদিকে, ১৮৫৯ সালে লোর্ড পামারস্টনের (Lored Palmerston) নেতৃত্বে হুইগস লিবারেল পার্টি গঠন করেছিলেন।

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৯০-এর দশকে রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে দুটি রাজনৈতিক দল ফেডারালিস্ট পার্টি এবং ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিকান পার্টি বিবর্তিত হয়েছিল। তবুও ১৮১৬ সালে দলীয় রাজনীতিতে একটি দশকের জন্য একটি "ভালো অনুভূতির যুগ" (‘Era of Good Feelings’) আবির্ভূত হয়েছিল। ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিকান পার্টি জ্যাকসোনিয়ান ডেমোক্র্যাটস এবং হুইগ পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। পরে জ্যাকসোনিয়ান ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্বে যা অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের নেতৃত্বে ছিল, আধুনিক গণতান্ত্রিক দল এবং হেনরি ক্লে নেতৃত্বে থাকা হুইগ পার্টিতে বিবর্তিত

হয়েছিল, তারাও রিপাবলিকান পার্টিতে বিবর্তিত হয়েছিল। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরো ইতিহাস জুড়ে ছয়টি দল ব্যবস্থা রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

প্রথম দল ব্যবস্থা : জেফারসোনীয় রিপাবলিকান এবং ফেডারালিস্টরা (১৭৯৬ -১৮১৬):

প্রথম দল ব্যবস্থা হল জর্জ ওয়াশিংটন প্রশাসনের দলাদলির পরিণতি। দুটি দল ছিল - আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের নেতৃত্বে ফেডারেলিস্টরা এবং টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিকান পার্টি। ফেডারালিস্টরা একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে একটি শক্তিশালী অর্থনীতি এবং শিল্পকে জোর দিয়েছিল। যেখানে ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিকান কৃষকদের আধিপত্য এবং রাষ্ট্রের অধিকার নিয়ে সীমিত সরকারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল। ১৮০০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরে ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিকানরা পরবর্তী কুড়ি বছরের জন্য প্রধান আধিপত্য অর্জন করে এবং ফেডারালিস্টরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দল ব্যবস্থা: ডেমোক্র্যাটস এবং হুইস (১৮৪০ -১৮৫৬):

এটি ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিকানদের এক পক্ষের শাসনের ফলস্বরূপ বিকশিত হয়েছিল যেহেতু তারা সময়ের সাথে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারেনি যেমন : **দাসত্ব।** এই যুগে ধনী ব্যক্তিরা হুইগকে সমর্থন করেছিলেন এবং দরিদ্র জনগণ ডেমোক্র্যাটকে সমর্থন করেছিল। এই পর্যায়টি ১৮৬০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

তৃতীয় দল ব্যবস্থা: রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটস (১৮৬০ -১৮৯৬):

এটি শুরু হয়েছিল গৃহযুদ্ধের সূচনা দিয়ে - এই পদ্ধতিতে বিরোধ, দলীয় পার্থক্য এবং জোট ছিল। ভৌগোলিকভাবে ডেমোক্র্যাটরা দক্ষিণাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল যা দাসত্বের অবসানের বিরোধিতা করেছিল, অন্যদিকে রিপাবলিকানরা উত্তর অংশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল যা দাসত্বের অবসানের পক্ষে সমর্থন করেছিল। তৃতীয় দল ব্যবস্থা ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

চতুর্থ দল ব্যবস্থা: রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটস (১৮৯৬ -১৯৩২):

এই ব্যবস্থায় প্রগতিবাদ, অভিবাসন এবং আমেরিকান গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রভাব প্রবল ভাবে পরিলক্ষিত ছিল। দক্ষিণ এবং পশ্চিম অংশটি ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করেছিল, অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগুলি রিপাবলিকানদের সমর্থন করেছিল। তবে অভিবাসী গোষ্ঠী উভয় পক্ষেই সমবেত হয়েছিল। চতুর্থ দল ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে ১৯৩২ সালের দিকে।

পঞ্চম দল ব্যবস্থা: ডেমোক্র্যাটস এবং রিপাবলিকান (১৯৩২ -১৯৬৮):

মহামন্দার কারণে এই ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের নতুন চুক্তি জোট উদ্ভবের সাথে জড়িত। এই নতুন জোটটি নতুন কল্যাণমূলক কর্মসূচিকে সমর্থন করেছিল এবং বেশ কয়েকটি **সুবিধাবঞ্চিত, শ্রমিক শ্রেণি, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী** এবং অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। **আফ্রিকার-আমেরিকানরা**ও এই জোটের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল যারা লিনকন দাসদের মুক্ত করার কারণে এর আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিপাবলিকান পার্টিকে সমর্থন করেছিল। ১৯৬৮ অবধি এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ষষ্ঠ দল ব্যবস্থা: রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটস (১৯৬৮ - বর্তমান):

এই ব্যবস্থায় রূপান্তরটি ১৯৬৪ সালের নাগরিক অধিকার আইন দিয়ে শুরু হয়েছিল বলে ডেমোক্র্যাটরা পরবর্তীকালে ১৯৬০ এর দশকের শেষভাগে দক্ষিণে তাদের দীর্ঘ আধিপত্য হারাতে শুরু করে, এবং ধীরে ধীরে রিপাবলিকানরা আধিপত্য অর্জন করে – যা সর্বশেষ নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা প্রমাণিত।

• কানাডা

স্টিভ প্যাটেন উল্লেখ করেছেন যে কানাডার ইতিহাসে চারটি দল ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রথম দলীয় ব্যবস্থায় দুটি বৃহত্তম দল লিবারাল এবং কনজারভেটিভ এরই আধিপত্য ছিল। এই ব্যবস্থাটি প্রাক-কনফেডারেশন ঔপনিবেশিক রাজনীতি থেকে শুরু হয়েছিল। ১৮৯৬ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যার "পূর্ণবিকাশ" (heyday) ছিল এবং ১৯১৭ সালে সংহতি সংকট শেষ হয়েছিল।

দ্বিতীয় দলীয় ব্যবস্থাটি ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্থানের সাথে শুরু হয়েছিল, প্রগ্রেসিভস, সোস্যাল ক্রেডিট পার্টি এবং কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ ফেডারেশন এর মতো বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় ছিল।

তৃতীয় দলীয় ব্যবস্থাটি ১৯৬৩ সালে উত্থিত হয়েছিল এবং ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দুটি বৃহত্তম দলকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং একটি শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়কালে কেনেসিয়ান অর্থনীতি ছিল প্রভাবশালী নীতি।

চতুর্থ দল ব্যবস্থায় ছিল কানাডার রিফর্ম পার্টি, ব্লক কুইবেকোইস এবং প্রগ্রেসিভ কনজারভেটিভের সাথে কানাডিয়ান জোটগুলির একীকরণ। এই ব্যবস্থায় বেশিরভাগ দল এক-সদস্যের-এক-ভোটের নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। বাজার-ভিত্তিক নীতিগুলি, যে কেনেসিয়ান নীতিগুলি (Keynesian policies) বাদ দিয়েছিল এ ব্যবস্থায় প্রাধান্য পেয়েছিল, তবে রাষ্ট্র কল্যানের ধরা বজায় ছিল।

• ইতালি

ইতালিতে ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি (১৯৪৬) নিয়ে দল-ব্যবস্থা শুরু হয় কারণ প্রাক-ফ্যাসিবাদী দলগুলির বিশাল জনপ্রিয় ভিত্তি কখনও ছিল না। তথাকথিত প্রথম প্রজাতন্ত্র (১৯৪৬ -১৯৯৪) দল ব্যবস্থাটি একটি আনুপাতিক নির্বাচনী আইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যেখানে খ্রিস্টান গণতন্ত্র (Christian Democracy) এবং ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির (Italian Communist Party) আধিপত্য ছিল। এই উভয় রাজনৈতিক দলই গড়ে প্রায় ৮৫ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করেছিল। পরিশেষে ১৯৮০ এর দশকের শেষভাগে টানজেন্টোপোলির (*Tangentopoli*) ঘুষ কেলেঙ্কারির কারণে এই উভয় দলই ভেঙে পড়েছিল ।

৩. দল ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকার (Different Types of Party System):

বিভিন্ন দেশের দল ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা দ্বারা শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে যেমন। এগুলি নিম্নলিখিত প্রধান দলীয়ব্যবস্থা গুলির অধীনে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে:

এক দলীয় ব্যবস্থা - এক দলীয় ব্যবস্থা বিরাজ করে যেখানে রাজ্যে কেবলমাত্র একটি দলই সরকার গঠন করে, সাধারণত সেই রাজ্যের সংবিধানের ভিত্তিতে। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতার উপরে একমাত্র দলের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে যায়। বাকী দলগুলি হয় অবৈধ ঘোষিত হতে পারে বা কেবল সীমাবদ্ধ অংশগ্রহণের অনুমতি পায়।

এক দলীয় ব্যবস্থা উদ্ভূত হয় বিভিন্ন দলের অনুপলব্ধতার উপর ভিত্তি করে যা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। অন্য যুক্তি অনুযায়ী একক দল হল জনগণের অগ্রদূত ইত্যাদি। তবে কয়েকটি ফ্রন্টের মতো মৈত্রী দলগুলি জনপ্রিয় ফ্রন্টের মতো স্থায়ী জোট গঠনের জন্য থাকতে পারে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মতাদর্শ অনুসরণকারী জাতীয়তাবাদী বা জাতীয়তাবাদী বা ফ্যাসিবাদী আদর্শের দল দ্বারা প্রায় সমস্ত একক দলীয় রাজ্য শাসিত হতে পারে পূর্বের বিভাগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতার পরে যে দলগুলি ক্ষমতায় এসেছিল তাদের দ্বারা একক দলীয় রাষ্ট্র শাসিত হতে দেখা যায়। এই একটি পক্ষই ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির প্রক্রিয়ায় প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে।

উদাহরণ: বিভিন্ন রাজ্য রয়েছে যেখানে একক দলীয় ব্যবস্থা যেমন; পিপলস রিপাবলিক অফ চীন (১৯৪৯ সাল থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি); উত্তর কোরিয়া (১৯৪৮ সাল থেকে কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি); কিউবা (১৯৫৯ সাল থেকে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি); লাওস (১৯৭৫ সাল থেকে লাও পিপলসের বিপ্লব পার্টি); ভিয়েতনাম (ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৫৪ সাল থেকে) ইত্যাদি।

একক প্রভাবশালী দলীয় ব্যবস্থা:

একক প্রভাবশালী দলীয় ব্যবস্থা যেখানে "এমন একটি দল / রাজনৈতিক সংগঠনের একটি বিভাগ রয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী বিজয় অর্জন করেছে এবং যার ভবিষ্যতের পরাজয় কল্পনাও করা যায় না বা ভবিষ্যতেও সম্ভাবনা কম"।

চীন প্রজাতন্ত্রের **কুওমিনতাং** (*Kuomintang*) নামে দলকে এক সময় প্রভাবশালী বলে গণ্য করা হয়েছে; *দক্ষিণ আফ্রিকার* **আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস**; *সিঙ্গাপুরে* **পিপলস অ্যাকশন পার্টি**; *জাপানে* **লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি** ২০০৯ অবধি বিদ্যমান ছিল। তবে, **ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের** ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরে একক প্রভাবশালী দলকে কেউ কেউ সমর্থন, স্থিতিশীলতা ও একীকরণের উত্স হিসাবে দেখেছিল বলে এই জাতীয় আধিপত্য ঔপনিবেশিকতার এর পরেই সবসময়ই বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে ছিল না ভারতীয় গণতন্ত্রে।

একক দলীয় ব্যবস্থার বিপরীতে, প্রভাবশালী দলীয় ব্যবস্থাটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপস্থিত থাকতে পারে। যেখানে অন্যান্য দলগুলি জয়ের কোন বাস্তব সম্ভাবনার সুযোগ পায় না, এবং প্রভাবশালী দল ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পায়। কর্তৃত্ববাদী আধিপত্যবাদী দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে, যাকে 'নির্বাচনীবাদ' (electoralism) বা 'নরম কর্তৃত্ববাদ' (soft authoritarianism) হিসাবেও অভিহিত করা হয়। বিরোধী দলগুলিকে আইনত পরিচালিত করার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তারা প্রভাবশালী দলকে গুরুতরভাবে প্রতিরোধ জানাতে অক্ষম বা অকার্যকর হয়।

দুই দলীয় ব্যবস্থা:

এই প্রকার দলীয় ব্যবস্থায়, দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল রাজ্যের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে। উভয়েরই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠনের বাস্তব সম্ভাবনা থাকে। বাকি অন্যান্য দলগুলি হয়ে থাকে খুবই গৌণ বা সম্পূর্ণ রুপে আঞ্চলিক দল।

দুই দলীয় ব্যবস্থাকে নিম্নলিখিতভাবে মুল অর্থে চিহ্নিত করা যেতে পারে যেখানে:

(i) বেশ কয়েকটি ছোট দল থাকতে পারে, তবে কেবল দুটি প্রধান দলই যথেষ্ট ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায়।
(ii) একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে রাজ্যে শাসন করে এবং অন্য একটি পক্ষ তীব্র বিরোধিতার ভূমিকা পালন করে।
(iii) বিকল্পভাবে কেবলমাত্র এই দুটি দলের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতার হাতবদল হয়।

উদাহরণ: রাজ্য, জামাইকা এবং মাল্টা এক করুন। ইউনাইটেড কিংডমের মতো সংসদীয় ব্যবস্থায়, দুটি দলীয় ব্যবস্থা শব্দটি এমন একটি ব্যবস্থা নির্দেশ করে যেখানে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল নির্বাচনকে প্রাধান্য দেয়, তবে কিছু কার্যকর তৃতীয় পক্ষ রয়েছে যারা আসনগুলিতে জয়লাভ করে। স্পেনে দুটি প্রধান দল বিবর্তিত হয়েছে যার শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে, তবে বিভিন্ন ধরণের প্রভাব রয়েছে এমন ছোট ছোট দলও রয়েছে।

কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ফলস্বরূপ একটি ঝুলন্ত (hanging) সংসদ উদ্ভূত হলে সেই পরিস্থিতিতে কম দলগুলির জোটও সম্ভব হতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলিকে কখনও কখনও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় তবে এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বহু-দলীয় ব্যবস্থা হিসাবেই তাকে বর্ণনা করা হয়। সুতরাং দুটি দলীয় ব্যবস্থা এবং বহু-দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে সর্বদা একটি স্বতন্ত্র সীমানা টানা সম্ভব হয় না।

ভারতে UPA (ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স) এবং NDA (জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট) এর সাথেও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উপস্থিতির লক্ষণ রয়েছে। এগুলি শুধুই দুটি রাজনৈতিক দলের নয় পরিবর্তে বেশ কয়েকটি ছোট দলের সাথেও জোটের ফলস্বরূপ।

১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পরে বাংলাদেশও দুটি দলীয় ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে, AL (আওয়ামী লীগ) এবং BNP (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) কেবল প্রধান ভূমিকা পালন করছে এবং বিকল্পধারা সরকার গঠন করছে। দক্ষিণ কোরিয়া মাঝে মধ্যে একটি দুটি দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছে তবে বাস্তবে এটিতে একটি বহু দলীয় ব্যবস্থা রয়েছে। সামরিক একনায়কত্বে (১৯৬৪-১৯৮৫) ব্রাজিলের দুটি দলীয় ব্যবস্থা ছিল।

বহু-দলীয় ব্যবস্থা:

বহু-দলীয় ব্যবস্থাতে একাধিক রাজনৈতিক দলের আলাদা আলাদা ভাবে বা জোটে সরকার গঠনের সুযোগ থাকে। এই ব্যবস্থায় জোট সরকারে, একাধিক রাজনৈতিক দল সরকারকে আলাদাভাবে বা জোটে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সংখ্যার ক্ষেত্রে বহুপদী পদ্ধতিটি সংজ্ঞায়িত করা কঠিন, এই ব্যবস্থায় যখন জোট সরকার গঠন করা হয় তখন প্রধান দলগুলিকে ক্ষমতার বাইরে রাখার জন্য ছোট দলগুলির জোটও থাকতে পারে।

সংসদীয় সরকার গঠনে বহুদলীয় ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রপতি সরকার গঠনের চেয়ে বেশি দেখা যায়। এমনকি সরকারের সংসদীয় আকারে এই ব্যবস্থাটি নির্বাচন ব্যবস্থায় সাধারণভাবে 'first-past the post' ব্যবস্থার চেয়ে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের তুলনায় বেশি দেখা যায়।

জোট সরকারগুলির বিপদ এবং অসুবিধা সম্পর্কিত বহুদলীয় ব্যবস্থার মূল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের পরে যখন কোনও একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে না, নির্বাচন পরবর্তী আলোচনা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি কেনা-বেচা (horse trading) হয়, যা চূড়ান্ত হতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস সময় লাগে (যেমন ইতালি এবং ইস্রায়েলে)।

কিছু সময় যখন জোট সরকার ভেঙে পড়ে বা অস্থির হয়, তখন সরকারের কাজকর্মের চেয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে লুকানো যোগাযোগের দিকেই বেশি মনোযোগ থাকে। বহু-দলীয় ব্যবস্থাতে এটি একটি সুস্পষ্ট আদর্শিক বিকল্প সরবরাহ করতে অক্ষম। এই ব্যবস্থায় জোটের রাজনীতি – নীতির চেয়ে সমঝোতায় নির্ভর করে।

ভারত, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, ব্রাজিল, ইতালি, জাপান, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ান, আয়ারল্যান্ড, ইস্রায়েল, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, যেমন বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বহু-দলীয় ব্যবস্থা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে| পর্তুগাল, রোমানিয়া, সার্বিয়া, স্পেন, সুইডেন, তাইওয়ান এবং ফিলিপাইন এও তাই। এই সমস্ত রাজ্যে কোনও একক দল সরকার গঠন করে না, বরং বহু দল দ্বারা সরকার গঠিত হয়।